

জলবায়ু পরিবর্তন

الْحَمْدُ لِلَّهِ اسْتَعِينَهُ وَاسْتَغْفِرَهُ وَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُدِيرَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهَا

১. ভূমিকা

১. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কোনও একটি স্থানের বছরের পর বছর ধরে আবহাওয়ার যে গড়-পড়তা ধরন, তাকেই বলা হয় সেই স্থানের জলবায়ু। আবহাওয়ার সেই চেনাজানা ধরন বদলে যাওয়াকেই বলা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর দুই মেরুতে জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে। ফলে উত্তর মেরুর শ্বেত-ভাল্লুক এবং দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইন সহ নানা প্রাণি বিলুপ্তির সঙ্কায় রয়েছে। ‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বিশ্বে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরিবেশ তো এমন ছিল না। মানুষ আগমনের বহু আগ থেকেই রাব্বুল আলামিন তাঁর অপার নেয়ামতে প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভরপুর করে রেখেছেন। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলায় সুশোভিত প্রকৃতি ও পরিবেশকে করেছেন মানুষের বাসযোগ্য। পবিত্র কোরআনেও সে কথাই বলা হয়েছে,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(সূরা বাকারা : ২২)

অর্থ: তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেগুনেনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।

মানুষ যেন সুস্থ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সে জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন এ বিশ্বলয়ের পরতে পরতে।

এই যে স্বচ্ছ পানি, আল্লাহতায়ালা এক অপার নেয়ামত। যা দিয়ে পিপাসা মিটাই ক্ষেত-ফসলে সিঞ্চন করি পানি। জীবজন্তুকে পান করাই।

একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহুতায়াল্লা মানুষের সুস্থতার জন্য বাতাস সৃষ্টি করেছেন। যা থেকে মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার বাতাসকে বিশুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রকৃতিতে বনায়নের ব্যবস্থা করেছেন আপন কুদরতে।

এই যে আলো-ছায়া, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ণাধারা, নির্মল বাতাস, ফুল-ফসল আর পত্র-পল্লবের অনুপম সৃজন, যার সমন্বয়ে আল্লাহতায়ালা মানুষকে একটি নয়নাভিরাম পরিবেশ উপহার দিয়েছেন।

সেই উপহারকেই মানুষ আজ আপন হাতে নষ্ট করে দিচ্ছে। অর্থাৎ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। মানুষ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, নদী ভরাট, পাহাড় কেটে, পানি অপচয় আর প্রযুক্তির বিষবাস্প বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে সাধিত করছে জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন। ফলে পৃথিবী হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

يَرْجِعُونَ

(সূরা রুম :

৪১)

অর্থ: ছড়িয়ে পড়েছে দুর্যোগ ও গোলযোগ, জলে ও স্থলে, মানুষেরই কর্মফলে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ভুক্তভোগী দেশেগুলোর ষষ্ঠ স্থানে আছে বাংলাদেশ। তাই আমাদের ভাবা দরকার এই দুর্যোগ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। আর এই রক্ষা বা প্রতিকারের পথই বাতলে দিয়েছে ইসলাম।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা

জলবায়ু পরিবর্তন আজ পরিবেশের ওপর ক্রমাগত ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। মরুভূমি প্রসারিত হচ্ছে, তাপপ্রবাহ ও বন আগুনের ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটছে। আর্কটিকে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে চিরহিমভূমি গলছে, হিমবাহ হ্রাস পাচ্ছে এবং সামুদ্রিক বরফ দ্রুত বিলীন হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড়কে আরও তীব্র করছে, পাশাপাশি খরা ও অন্যান্য চরম আবহাওয়ার ঘটনাও বাড়িয়ে তুলছে।

মানুষের অবহেলা ও সীমালঙ্ঘনের ফলেই এই বিপর্যয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। আল্লাহতায়াল্লা পবিত্র কুরআনে ইর্শাদ করেন—

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَغْدًا

إِصْلَاحَهَا

(সূরা আল-আ'রাফ:

৫৬)

অর্থ: “পৃথিবীকে সংশোধনের পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।”

কিন্তু মানুষ আজ সেই নির্দেশ অমান্য করে পরিবেশ ধ্বংসের পথে হাঁটছে। নির্বিচারে বৃক্ষনিধন, নদী-খাল ভরাট, পাহাড় কেটে ফেলা, শিল্পবর্জ্য ও বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন—সবই জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জীবনেও বড় ধরনের হুমকি তৈরি করছে। এটি বন্যা, চরম তাপপ্রবাহ, খাদ্য ও জল সংকট বৃদ্ধি, রোগব্যাধির বিস্তার এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ায়। এর ফলে মানব অভিবাসন এবং সংঘাতের ঘটনাও ঘটতে পারে।

আল্লাহ তায়াল্লা সূরা আশ-শূরা-তে বলেছেন—

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ

كَثِيرٍ

(সূরা আশ-শূরা:

৩০)

অর্থ: “তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদের হাতের কামাই; আর অনেক কিছু তিনি ক্ষমা করে দেন।”

অতএব, জলবায়ু পরিবর্তনের এই ভয়াবহতা কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নয়—এটি মানুষের অবহেলা, লোভ ও সীমালঙ্ঘনের ফল। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত রক্ষা করা ইবাদতের অংশ। পরিবেশ রক্ষা করা মানে আল্লাহর আমানত রক্ষা করা।

২১শ শতকের প্রথম কয়েক দশকেই জলবায়ু পরিবর্তনের বহু প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যদি আমরা এখনই সচেতন না হই, তবে আল্লাহর এই সুন্দর পৃথিবী আমাদের হাতেই ধ্বংস হবে। তাই আমাদের উচিত, ইসলামের নির্দেশ মেনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, অপচয় ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বিরত থাকা, এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা—যাতে তিনি আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে ক্রমেই অনিশ্চিত করে তুলছে। প্রকৃতির এই অস্থিরতা শুধু পরিবেশের ক্ষতি করছে না, বরং মানুষের জীবনযাত্রাকেও বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে আমরা বুঝতে পারছি, সময় আর বেশি নেই। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই, তবে এই ধ্বংসযজ্ঞ থামানো সম্ভব হবে না। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব প্রকৃতিকে রক্ষা করা, অপচয় কমানো এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই সংকট থেকে মুক্তি মিলবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

3. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকার

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই এই সংকট গভীর হচ্ছে। তাই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুধু প্রয়োজন নয়, বরং এটি আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

প্রথমেই আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। প্রকৃতিকে কেবল ভোগের বস্তু হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া এক মহামূল্যবান আমানত হিসেবে দেখতে হবে। এই পৃথিবী আমাদের একার নয়—এটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মেরও অধিকার। তাই প্রতিটি সিদ্ধান্তে আমাদের ভাবতে হবে, এর প্রভাব ভবিষ্যতের ওপর কেমন পড়বে।

গাছ লাগানো এবং বনভূমি সংরক্ষণ জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। গাছ শুধু অক্সিজেন দেয় না, বরং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, মাটি রক্ষা করে এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রাখে। একইসাথে বিদ্যমান বনভূমি রক্ষা করতে হবে, যাতে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন বন্ধ হয়।

শিল্পকারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, যানবাহনের ধোঁয়া কমানো এবং সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো জরুরি। এতে কার্বন নিঃসরণ কমেবে এবং পরিবেশের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। পানি, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে। অপ্রয়োজনে লাইট, ফ্যান, ইলেকট্রনিক যন্ত্র চালানো বন্ধ করা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, এবং কৃষিতে পানি ব্যবহারের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, সামাজিক সংগঠন—সব জায়গায় পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে প্রকৃতিকে ভালোবাসা ও রক্ষা করার শিক্ষা। প্রতিটি এলাকায় নদী, খাল, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করতে হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব কৃষি, শহরে ছাদবাগান ও সবুজায়ন কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত ভোগবাদ ও বিলাসিতা ত্যাগ করে, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে। কম প্লাস্টিক ব্যবহার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিসের ব্যবহার, এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ বা খরচ কমানো—এসব ছোট ছোট পদক্ষেপও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

এই পৃথিবী আমাদের কাছে শুধু বসবাসের স্থান নয়, এটি আমাদের দায়িত্ব, আমাদের আমানত। এখনই সময়, আমরা সকলে মিলে সেই দায়িত্ব পালন করি—যাতে আমাদের সন্তানরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারে। যদি আমরা অবহেলা করি, তবে এই পৃথিবী ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে, যার দায় আমাদেরই বহন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকার শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব। আমরা যদি সবাই মিলে সচেতন হই, তবে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। আজকের সঠিক সিদ্ধান্তই আগামী দিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ নেই, তবে আমাদের সন্তানরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারবে। আর যদি অবহেলা করি, তবে এই পৃথিবী ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে, যার দায় আমাদেরই বহন করতে হবে।

4. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনো দূরের গল্প নয়—এটা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটছে, নিঃশব্দে কিন্তু গভীরভাবে। গরম দিন দিন বাড়ছে, বৃষ্টি কখনো অতিরিক্ত হচ্ছে, কখনো একেবারেই হচ্ছে না। নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, খাল ভরাট হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, আর ঝড়-বন্যা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

একসময় যে ঋতুগুলো ছিল নিয়মিত, এখন তা এলোমেলো। গ্রীষ্মে শীতের ছোঁয়া, বর্ষায় খরার আভাস—সবই প্রমাণ করে, প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। আর এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ আমরা নিজেরাই।

আমরা গাছ কেটেছি, বনভূমি ধ্বংস করেছি, নদী-খাল দখল করেছি, বায়ু ও পানি দূষণ করেছি, আর প্রকৃতিকে অবহেলা করেছি। আমরা ভেবেছি, প্রকৃতি আমাদের সেবক—আমরা চাইলে ব্যবহার করব, চাইলে নষ্ট করব। কিন্তু প্রকৃতি কোনো যন্ত্র নয়, এটি জীবন্ত, এটি আমাদের জীবনধারণের মূল ভিত্তি।

আমরা ভুলে গেছি—এই পৃথিবী শুধু আমাদের নয়। এটি আমাদের সন্তানদের, তাদের সন্তানদের, এবং ভবিষ্যতের প্রতিটি মানুষের। আমরা যদি এখনই সচেতন না হই, তাহলে আমরা তাদের জন্য রেখে যাব একটি বিপর্যস্ত, বিষাক্ত, আর অনিরাপদ পৃথিবী।

আমরা যদি—

- অপচয় কমাই,
- গাছ লাগাই,
- নদী-খাল পরিষ্কার রাখি,
- প্লাস্টিক ও রাসায়নিক দূষণ বন্ধ করি,
- পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন শুরু করি,

তাহলে আমরা আবারও পৃথিবীকে সুস্থ, সবুজ ও সুন্দর করে তুলতে পারব।

মনে রাখতে হবে, পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকার, বিজ্ঞানী বা পরিবেশবিদদের কাজ নয়—এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। প্রতিদিনের ছোট ছোট ভালো কাজ, যেমন রাস্তা পরিষ্কার রাখা, গাছের যত্ন নেওয়া, পানি অপচয় না করা—এইসবই একদিন বড় পরিবর্তনের পথ খুলে দেয়।

এখন আমাদের সামনে দুটি পথ—একটি ধ্বংসের, আরেকটি রক্ষার। আমরা কি সেই পথ বেছে নেব, যেখানে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বিপদে ভরা? নাকি সেই পথ, যেখানে আমাদের সন্তানরা খেলবে সবুজ মাঠে, শ্বাস নেবে পরিষ্কার বাতাসে, আর বড় হবে নিরাপদ পরিবেশে?

সময় খুব কম। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তাই আর দেরি নয়—আজ থেকেই শুরু করতে হবে।

চলুন, আমরা নিজেদের বদলাই। চলুন, আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি। চলুন, আমরা দায়িত্ব নিয়ে চলি। চলুন, আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো জ্বালাই।

এই শপথ শুধু মুখের কথা নয়—এটি আমাদের জীবনের পথনির্দেশ। যদি আমরা সবাই মিলে এগিয়ে আসি, তাহলে একদিন আমরা গর্ব করে বলতে পারব—হ্যাঁ, আমরা আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করেছি।

চলুন, আমরা সবাই মিলে পরিবেশ রক্ষার শপথ করি। চলুন, আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি। চলুন, আমরা দায়িত্ব নিয়ে চলি। চলুন, আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো জ্বালাই।